দৈনিক ইত্তেফাক

NOV 28 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৪ ...

উপেক্ষিত নতুন সময়সূচী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পর গ্রাম তো দূরের কথা শহর এলাকার স্কুলেও শিক্ষক-কর্মচারীর উপস্থিতির ব্যাপারে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। এদিকে স্কুল-কলেজের এই নতুন নিয়ম সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষক সংগঠনসমূহের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে কলেজ পর্যায়ে ১০টা-৪টা হাজিরার বিষয়টি কতটা যুক্তিযুক্ত। ১০টা-৪টা স্কুল, কলেজ-মাদ্রাসায় হাজিরার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত একটি পরিপত্র জারি করা হয় ১৯শে আগস্ট। পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্ম সময়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এবং শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠদান করা অতীব জরুরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ম সময় সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নির্ধারিত হওয়ায় সকল শিক্ষক কর্মচারীকে উক্ত সময় পর্যন্ত উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়। একই সাথে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসারগণ আকস্মিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে অনুপস্থিত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় নতুন এই নির্দেশ পৌছায়নি। আবার পৌছালেও তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। যে যার মত আগের নিয়মেই স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় আসা-যাওয়া করছেন। আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসারগণ আকস্মিকভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন বলে ঘোষণা দেয়া হলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি।

এদিকে স্কুল-কলেজে ১০টা-৪টা সময়সূচী সম্পর্কে শিক্ষক সমিতির সভাপতি কাজী আব্দুর রাজ্জাক ও মহাসচিব সেলিম ভূঁইয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, বেসরকারী স্কুলগুলো স্থানীয় প্রয়োজনে সময়সূচী কিছুটা পরিবর্তন করলেও প্রতিষ্ঠান ৬ ঘন্টা বা তারও বেশী সময় খোলা রাখেন। টিফিনের পর ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ফেরত আসার প্রবণতা কম থাকায় কোথাও কোথাও ৮টা-২টা বা ৯টা-৩টা পর্যন্ত স্কুল খোলা রাখা হয়। কাজেই নতুনভাবে ১০টা-৪টা সার্কুলারের কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি না। তবে বেসরকারী কলেজের ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধিদেরই এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পাঠদান বৈশিষ্ট্য, ক্লাস, রুটিন ও তদনুসারে ক্লাসের সময়সীমাও এক ধরনের নয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণক্ষমতারও তারতম্য রয়েছে। বহুবছর ধরে এ নিয়ম চলে আসছে। কিন্তু সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজে একজন শিক্ষক দিনে কয়টি ক্লাস নেন বা নিতে পারেন সেসব বিবেচনায় না নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীকে ঢালাওভাবে ১০টা-৪টা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে হাজির থাকতে বলা হয়রানির সামিল।

মিনিট করে ৫০ মিনিট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমার্ধের ১৪ মিনিটে অমিত হাসান বক্সের ভেতর জটলার মধ্যে বল পেয়ে ব্যবধান গড়েন। দ্বিতীয়ার্ধের ১৭ মিনিটে সাদেক বাচ্চু দূর থেকে লব করলে নায়ক দলের গোলরক্ষক মান্নাকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়ায়। গোল বাতিলের দাবীতে মান্না প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং দুই দল হাতাহাতি করতে থাকে। এদিনের এটি ছিল তাদের অভিনয় এবং দর্শকদের আনন্দ দেয়ার কৌশল। খেলার শেষক্ষণে মাসুম বাবুলের সুযোগ-সন্ধানী গোল নায়ক দলকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করে।

চলচ্চিত্র তারকাদের ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে একসময় স্টেডিয়াম দর্শকে পরিপূর্ণ হত। এখন চলচ্চিত্রের অবস্থা ...